গত কয়েক বছরে বেড়েছে তৃণমূলের 'ধনী' নেতার সংখ্যা

প্রভাব পড়তে পারে পঞ্চায়েত নির্বাচনে

দেবাংশু চক্রবর্তী ● আরামবাগ

সারা রাজ্য জুড়েই বহু উদাহরণ তুলে ধরা যেত। কিন্তু পরিসরের অভাবে আপাতত হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমাকেই বেছে নেওয়া হল। ২০১১ সালে জগদ্দল পাথরের মতো বসে থাকা সিপিএমের আসনকে টলিয়ে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় আসে তৃণমূল কংগ্রেস। এরপর কেটে গেছে প্রায় সাড়ে ছয় বছর। হাজার হাজার কোটি টাকার দেনা মাথায় নিয়ে কাজ শুরু করে বর্তমান সরকার। বহু উন্নয়নমূলক কাজ বিগত বছরগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ তা প্রত্যক্ষ করে সাধুবাদ জানিয়েছেন শাসকদলের সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এও দেখেছেন, মাত্র এই কয়েক বছরে তৃণমূলের বেশ কিছু নেতা-কর্মী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এবং তোলাবাজি করে ফুলেফেঁপে উঠেছেন। আরামবাগ মহকুমাতেও এই ধরনের নেতা-কর্মীর সংখ্যা কম নয়। প্রথমে গোঘাটের কথাই ধরা যাক। দীর্ঘদিন ধরে এই এলাকায় মানুষ বামেদের সন্ত্রাস দেখেছেন। খুন হয়েছেন বহু মানুষ। তাঁরা আশা করেছিলেন পরিবর্তনের পর ছবিটা বদলাবে। বদলেওছে। বর্তমানে বিক্ষিপ্ত দু-একটি সংঘর্ষের ঘটনা ছাড়া আপাত শান্ত গোঘাট জুড়ে শুধুই উন্নয়ন। এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে গত বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হয়ে আসা বিধায়ক মানস মজুমদারের জন্যই। কিন্তু গোঘাটের বেশ কয়েকজন শাসকদলের ছোটো ও বড়ো নেতা হঠাৎ করেই ফুলেফেঁপে উঠেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ করাই যায়, কামারপুকুরের হরিসভা এলাকার এক নেতার কথা। শোনা যায়, চাকরি দিয়ে প্রায় কয়েক কোটি টাকা নাকি কামিয়ে নিয়েছেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাঁর গুন্ডিশুদ্ধ সরকারি চাকুরিতে ঢুকেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার সময়েও প্রায় জনাদশেককে চাকরি করে দিয়েছেন তিনি। ফলে এই মহাপ্রকৃষ অর্থ দিয়ে এখন দলের অনেকটা কাছে এসে পড়েছেন। সাধারণ মানুষ এই বিষয়টিকে মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। আরামবাগেও এরকম উদাহরণ কম নেই। ক্ষমতায় থেকে নিজের পরিবারের প্রায় সবাইকেই চাকরি করে দিয়েছেন এক প্রভাবশালী নেতা। এমনকি নবনির্মিত আরামবাগ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চাকুরি করে দিয়ে ভালো পরিমাণে অর্থ কামিয়েছেন, এরকম অভিযোগও উঠেছে। আবার আরামবাগে এমন নেতাও আছেন, যিনি সদ্য রাজনীতিতে এলেও তাঁর লাইফস্টাইল ঈর্ষনীয়। সাজগোজ, পোষাক-আশাক, গাড়ি, মোবাইল ইত্যাদি চোখে পড়ার মতো। ইনিও অভিযুক্ত, বেশকিছু যুবক-যুবতীর কাছ থেকে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে চাকরির প্রলোভন দেখিয়েছেন। কামিয়ে নিয়েছেন কোটি কোটি টাকা। আরামবাগের থেকে ইনি বেশি সময় কাটান কলকাতা ও বর্ধমানে। আবার এমন পঞ্চায়েত প্রধানও আছেন, যিনি ক্ষমতায় আসার পর কোটি কোটি টাকা খরচ করে বাড়ি, গাড়ি করেছেন। অন্যদিকে খানাকুল এলাকাতেও সদ্য বড়লোক হওয়া নেতার সংখ্যা কম নয়। খানাকুলের বিধায়কের স্নেহধন্য এই নেতা এলাকায় 'তোলাবাজ নেতা' বলেই বেশি পরিচিত। পুরশুড়ার ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। কারণ বর্তমান বিধায়ক এলাকায় থাকেন না। তবে আগে যিনি ছিলেন সেই আমলে কোটি কোটি টাকার খেলা হয়ে গেছে। বিভিন্ন দুর্নীতি সামনে এসেছে। এখানেও হঠাৎ করে বড় লোক হওয়া নেতার সংখ্যা কম নেই।

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট। আরামবাগ মহকুমা জুড়ে বেশ কিছু শাসকদলের নেতার এহেন উত্থান গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষরা ভালো চোখে দেখছেন না। ভোটের মেশিনে এর প্রভাব পড়লেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। এইসব স্বার্থপর, স্বার্থান্বেষী, লোভী, হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা এই সব নেতাদের জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের গায়ে কালির ছিটে লাগলে তার দায়ভার কে নেবেন, সেটা সময়ই বলবে। তবে মহকুমার বেশ কয়েকটি বুথে এরপ্রভাবে বিধি শাসকদলকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই জেলার দায়িত্বে থাকা নেতৃত্বরা কঠিন ও কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু পরাজয়ের আগেই যদি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধে রোগ সারানো যায় সেটা কি খুব খারাপ হতো?

প্রেমের পূর্ণ পরিণতিতে বাধা বয়স

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

গত এক বছর ধরে প্রেম চলছিল তাদের দুজনের মধ্যে। একই সাথে সংসার করার স্বপ্ন দেখতেও শুরু করে। কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় বয়স। শেষমেষ চোখের জলে বিদায় জানাতে হল এক প্রেমিক ও প্রেমিকাকে। ভালোবাসা মানে না কোনও বয়স। কখন যে কাকে ভালো লাগে কেউ জানে না। আর ভালোলাগা থেকেই ভালবাসায় পরিণত হয়। দোতলা বাড়ির পাইপ বেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করলেও শেষ রক্ষা হল না। এমনই একটি ঘটনার সাক্ষী হয়ে রইল হুগলির আরামবাগ ব্লকের কাষ্টদিহ ও জয়রামপুরের বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, কাষ্টদিহ-এর এক স্কুল ছাত্রীর সঙ্গে জয়রামপুরের বাসিন্দা কাজল সিং-এর ছেলে অভিজিৎ সিং-এর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অভিজিৎ বর্তমানে আরামবাগ ব্লক অফিসের একটি গাড়ি চালান। কিন্তু বর্তমানে অভিজিতের প্রেমিকা জয়রামপুর নেতাজী হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী। তার বয়স ১৬ বছর। এটাই তাদের বিবাহিত জীবনে বাধা হয়ে দাঁড়াল। কারণ ১৮ বছর না হলে মেয়েরা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় না। আবার নাবালিকা মেয়ে বিয়ে করলে অনেক শারীরিক অসুবিধা দেখা দেয়। অনেক দিন ধরেই সুযোগ খুঁজছিল এই স্কুল ছাত্রী। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাতে তার বাড়ির দোতলা থেকে পাইপের সাহায্যে নেমে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় প্রেমিকের কাছে। তারপর দুজনেই ওই রাতেই একটি স্থানীয় কালীমন্দিরে গিয়ে বিয়ে করে এবং তারা দুজনে অভিজিতের বাড়িতে ফিরে যায়। বুধবার এই খবরটি জানতে পারেন আরামবাগের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলের সভাপতি দীপক রায়। তিনি ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে যান ওই স্কুল ছাত্রীর বাড়ি এবং তিনি পুরো বিষয়টি আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্যকে জানান। বৃহস্পতিবার বিশাখবাবু অভিজিৎ ও ওই স্কুল ছাত্রীর পরিবারকে ডেকে পাঠান বিডিও অফিসে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আরামবাগ ব্রতচারী মণ্ডলের সদস্যরা। সেখানে দুই পরিবারের তরফ থেকে একটি করে লিখিত মুচলেকা নেওয়া হয়। এপ্রসঙ্গে অভিজিৎ বলেন, তার প্রেমিকা যতদিন না ১৮ বছর না হয় ততদিন কোনওরূপ দেখা সাক্ষাৎ করবে না। অন্যদিকে স্কুল ছাত্রীর বাবা জানান, মেয়ে স্বেচ্ছায় অভিজিৎকে বিয়ে করেছিল। মেয়ে সাবালিকা হলে তখন সে রাজি থাকলে তাহলেই অভিজিতের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হবে। আমরা মেয়েকে নিয়মিত স্কুল পাঠাব। তার উপর কোনওরূপ অত্যাচার করব না। আমরা মেয়েকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাই। এবিষয়ে আরামবাগ বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য বলেন, আমি ঘটনাটি শুনেছি এবং ওই দুই পরিবারের লোকজনদের ডেকেছিলাম।

ছেলে ও তার মা এবং মেয়ে ও তার মা-বাবা এসেছিলেন। দুই পক্ষই একটিকরে মুচলেকা জমা দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, এই স্কুল ছাত্রী রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প থেকে টাকা পাচ্ছে। ১৮ বছর হয়ে গেলে কে-২ আওতায় এলে ২৫ হাজার টাকা ও রূপশ্রীর জন্য আরও ২৫ হাজার টাকা পাবেন। সর্বপরি নাবালিকার বিয়ে আইনত দন্ডনীয়।

চুঁচুড়ায় জ লে ডুবে ও সাঁতার শিখতে এসে মৃ ত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ বৃহস্পতিবার চুঁচুড়ার সামনেই খেলছিল ছোট্ট সুইটি। হঠাৎ করেই সকলের নজর এড়িয়ে বাড়ির পিছনের পুকুরে পড়ে যায় সে। বেশ কিছুক্ষণ পর জলে ভেসে উঠে ছোট্ট সুইটির দেহ। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয়রা হুগলির চুঁচুড়া ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেণ। গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। এদিন ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত পাঞ্চাট্টুলি মোড়ের কাছে হুগলিঘাট রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা পেশায় রাজমিস্ত্রি অনন্ত দাসের মেজো মেয়ে সুইটি দাস (২) দুপুরে বাড়ির কাছে খেলছিল। হঠাৎ করেই সকলের নজর এড়িয়ে বাড়ির পাশের পুকুরে পড়ে যায় সে। বেশ কিছুক্ষণপর স্থানীয়রা তার দেহ ভেসে উঠতে দেখেন। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে ওই এলাকায়। অন্যদিকে চন্দননগর মণ্ডলবাগানে চার বন্ধুর সঙ্গে পুকুরে সাঁতার শিখতে এসে পুকুরের জলে ডুবে যায় বিশাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এগারো বছর এক বালক। জানা যায়, বিশাল চন্দননগর পৌরনিগমে বোসপাড়া এলাকার বাসিন্দা। বাবা চন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় পালিশের কাজ করতে বাড়ির বাহিরে গিয়েছিলেন। মৃত বিশালের কাকিমা মুনমুন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এদিন বিকাল পাঁচটা নাগাদ চারজন বন্ধুর সঙ্গে চন্দননগরের হাটখোলার মণ্ডলবাগানে মণ্ডল পরিবারের পুকুরে সাঁতার শিখতে গিয়ে সেখানে ডুবে যায়। এলাকার বাসিন্দারা বিশালকে আহত অবস্থায় চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং ভর্তি করেন। কিছু সময়ের পর তাঁর মৃত্যু হয়। চিকিৎসকরা জানান, অতিরিক্ত জল খেয়ে ফেলার জন্য তার মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং শোকের ছায়া নেমে আসে।

শুক্রবার সকালে বিশালের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। তবে এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, বেশ কিছু বালক বিকালে এই পুকুরে সাঁতার শিখতে আসে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনও শিক্ষক থাকে না।

উত্তরপাড়া ও রিষড়ায় হনুমান জয়ন্তী উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ও শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আচ্ছালাল যাদব এবং আরও অনেক কাউন্সিলর দলীয়ভাবে জয় শ্রীরাম ধ্বনি তুলে হনুমান জাগ্রিতি সংস্থা পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার হনুমান জয়ন্তী পালন করল। গঙ্গারঘাট থেকে কলস নিয়ে শোভাযাত্রা করে হনুমান মন্দিরে যায়। যদিও শোভাযাত্রায় অস্ত্র হাতে কাউকে দেখতে না পাওয়া গেলেও, গদা ও তির ধনুক দেখতে পাওয়া যায়। শোভাযাত্রায় ছোট্টো বাচ্চাদেরও দেখতে পাওয়া যায়। চেয়ারম্যান বলেন, ধর্ম করাটা আমার অধিকার কিন্তু ধর্ম বিক্রি করাটা অধিকার নয়। যারা ধর্ম বিক্রি করে তারা প্রতি আপত্তি আছে। রাম নাম কারও কেনা জিনিস নয়, যে কেউ এই হনুমান জয়ন্তী পালন করতে পারে। অন্যদিকে রিষড়া পুরসভার সামনে থেকে এক হনুমান জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে। এদিন এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও হনুমান জয়ন্তীতে অংশগ্রহণ করেন রিষড়া পুরসভার প্রধান বিজয় সাগর মিশ্র, উপপুরপ্রধান জাহিদ হাসান খানসহ রিষড়া পুরসভায় কাউন্সিলার ও এলাকার কয়েক হাজার মানুষেরা। তবে এদিন রিষড়া পুরসভার আয়োজকদের পক্ষ থেকে দেখা গেল কোন অস্ত্র ছাড়াই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও হনুমান জয়ন্তীর মিছিল করতে। এই শোভাযাত্রা ও মিছিল প্রসঙ্গে রিষড়া পুরসভার পুরপ্রধান বিজয় সাগর মিশ্র জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত এদিন আমরা পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে এবং রাস্তা ধারে বর্ণাঢ্যভাবে হনুমানজীর উৎসব পালনের সঙ্গে সঙ্গে শোভাযাত্রা ও মিছিলের আয়োজন করা হয়। এদিন এই উৎসবের মধ্যে যেমন রাজনৈতিক দলের নেতারা ছিলেন, তার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় মানুষ ও এলাকার বাসিন্দারা সামিল হয়ে ছিলেন।

বিষপান করে কিশোরের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ বছর চোদ্দোর এক নাবালক কিশোরের মৃত্যুকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার চাঁপাডাঙ্গায়। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে দাবি, অজয়কুমার সাধুখাঁ (১৪) নবম শ্রেণির ছাত্র। বৃহস্পতিবার তাকে পরিবারের লোকেরা বকাবকা করে বলে জানা গেছে। সে ওইদিন সন্ধ্যায় বিষ পান করে। পরিবারের লোকেরা তা বুঝতে তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসকরা আপ্রাণ চেষ্টা করেও তাকে বাঁচাতে পারেনি। জানা গেছে, ওই কিশোরটি অতিরিক্ত মাত্রায় বিষ পান করায় তার মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুর খবর পরিবারের লোকেরা জানার পরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন। শুক্রবার তার দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

গোঘাটে হনুমান জ য়ন্তী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হনুমান জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে বিভিন্ন দিকে। এর ব্যতিক্রম ঘটেনি হুগলির গোঘাট থানার রতনপুর গ্রামে। শুক্রবার থেকে হনুমান পুজোর আয়োজন করেছে রতনপুর গ্রামবাসীবৃন্দ। সকাল থেকেই বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষে এক মেলারও আয়োজন করা হয়েছে। পুজোর মূল উদ্যোক্তা নেপাল পন্ডিত জানালেন, গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় এই হনুমান জয়ন্তী ৫ম বর্ষে পড়েছে।

চারদিন ধরে এই উপলক্ষ্যে মেলা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। আগামী দিনে এর থেকেও যাতে বড়মাপের পুজো করা যায় তার জন্য সকলের সাহায্য কামনা করেছে উদ্যোক্তরা।

চুঁচুড়ায় রক্তদান ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ শুক্রবার সেবামলুক সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা ভারতী এর পক্ষ থেকে একটি স্বাস্থ্য শিবির ও রক্তদানের আয়োজন করা হয়। শিবিরটি অনুষ্ঠিত হয় হুগলির চুঁচুড়া কাঠগড়ালেন চকবাজার বন্দেমাতরম ভবনে। এই শিবিরে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি থেকে শুরু করে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষ থেকে মহিলা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই রক্তদান অনুষ্ঠানে ১০০জনেরও বেশি মানুষ রক্তদান করেন। যাদের মধ্যে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিলেন। পুরুষদের থেকে মহিলারা এই রক্তদান শিবিরে বেশি সংখ্যায় রক্ত দান করেন। এই অনুষ্ঠানটি চলে সকাল ১০ টা থেকে ২টো পর্যন্ত।

গ্রেফতার এক দুষ্কৃতী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ হুগলির আরামবাগ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল। ধৃতের নাম উসমান মল্লিক। তার বাড়ি বাসুলচক এলাকায়। সেখান থেকেই পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে তাকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য, ২ মার্চ একটি জলসাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে মৃত্যু হয় সফিয়ার মল্লিকের। এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে আরামবাগ থানায় ৯জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে উসমান মল্লিকের নাম ছিল। পুলিশ দীর্ঘদিন ধরে তাকে ধরার চেষ্টা করছিল। কিছুদিন আগে হাই কোর্টের নির্দেশে ঘরছাড়াদের বাড়ি ফেরায় আরামবাগ থানার পুলিশ। উসমান রাতের অন্ধকারে পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করতে আসে। সেই সময় আরামবাগ থানার পুলিশ তাকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। শুক্রবার তাকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

গ্রেফতার ৫ ডাকাত

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ বৃস্পতিবার গভীর রাতে হুগলি স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে পাঁচ কুখ্যাত ট্রেন ডাকাতকে গ্রেফতার করল ব্যান্ডেল জি আর পি। ধৃতদের কাছ থেকে জি আর পি ১৪টি বড় ভোজালি উদ্ধার করেছে। জি আর পি সূত্রে জানা যায়, ব্যান্ডেল ও হুগলি স্টেশনের মাঝখানে একটি পরিত্যক্ত ঘরে রাত ১টায় ১০জন ডাকাত জড়ো হয় রাতের এক্সপ্রেস ও মেল ট্রেনগুলিতে ডাকাতির উদ্দেশ্যে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জি আর পি হানা দিয়ে ৫ ডাকাতকে ধরে ফেললেও পাঁচ ডাকাত পালিয়ে যায়। কুখ্যাত এই পাঁচ ডাকাতের মধ্যে ধৃত তুষার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যান্ডেল জি আর পি একাধিক ৭টি, এছাড়াও কালনা ও কাটোয়া জি আর পিতে কেস রয়েছে। মাস দেড়েক আগে শিয়ালদহগামী ডাউন পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসের এসি কামরায় কালনাতে ডাকাতির কেসে তুষারের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। শুক্রবার ধৃতদের চুঁচুড়া আদালতে তোলা হয়।

১০টি তাজা কৌটো বোমা উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হুগলির আরামবাগ থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উদ্ধার করল ১০টি তাজা কৌটো বোমা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোমাগুলি আরামবাগের ব্লকের হরিণখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মোজাফফরপুর গ্রামের সেখ বাপ্পার বাড়িতে মজুত ছিল। সূত্রের খবর, ওই এলাকায় বোমাবাজী করার জন্য বোমাগুলি মজুত করা হয়েছিল। পুলিশ এদিন বোমাগুলি উদ্ধার করে কিন্তু বাপ্পা পলাতক।

আত্মঘাতী গৃহবধূ, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বৃহস্পতিবার অতিরিক্ত পণের দাবিতে শ্বশুর ও শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করলেন এক গৃহবধূ। ঘটনাটি হুগলির খানাকুলের ঠাকুরানীচকের। এদিকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ওই দিন রাতেই গৃহবধূর শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা ওই গৃহবধূর নাম সুলেখা মান্না (২১)। এদিকে ঘটনার জেরে অভিযুক্ত শ্বশুর জয়দেব ও শাশুড়ি পূর্ণিমা মান্নাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। জানা গেছে, কয়েকবছর আগে ফোনের মাধ্যমে গোঘাটের গোয়ালসারা গ্রামের বাসিন্দা পূর্ণিমার সাথে খানাকুলের ঠাকুরানীচকের বাসিন্দা রীতেশ মান্না পরিচয় হয়। পরে তা প্রেম ও ভালোবাসায় পরিণত হয়। শেষমেষে তাঁরা দুজনে বিয়ে করেন। কিন্তু প্রথম সুলেখার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এই সম্পর্ক মেনে নেয়নি। পরে মেনে নিলেও পণের দাবি করে তারা। যদিও সুলেখার স্বামী রীতেশ কোনও পণ চাননি। তিনি গুজরাটের সুরাটে সোনার কাজ করেন। এখন তিনি সেখানেই থাকেন এবং সুলেখা শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। অভিযোগ, এখানেই তাঁকে পনের টাকা, পয়সা, গহনা নিয়ে আসার জন্য বার বার চাপ দিতে থাকেন জয়দেব ও পূর্ণিমা। দিনে দিনে এই অত্যাচার ক্রমশই চরমে ওঠে। অবশেষে এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বৃহস্পতিবার নিজের ঘরেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ওই গৃহবধূ। এদিকে ঘটনার পর মৃতার জ্যেঠু সিদ্ধার্থ শঙ্কর চৌধুরী ওই দিন রাতেই খানাকুল থানায় লিখিত অভিযোগ করে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেফতার করে।

হতাশ জীবনে আশার আলো.....
জার্মান হোমিও কেয়ার
Mob.-9674533162 / 7890779979
SEX, প্রবলেম - যৌন সমস্যা
●সহবাসে অক্ষমতা ●ইন্দ্রিয় শিথিলতা ●শীঘ্র পতন ●ইন্দ্রিয় ছোট, ইন্দ্রিয় সরু ●উত্তেজনার অভাব ○স্বপ্ন দোষ ●ধাতু তারল্য ●ধাতু ক্ষয় ●সিফলিস ●গনোরিয়া ●ফাইমোসিস
সহ যাবতীয় নারী-পুরুষ যৌন ও গুপ্ত রোগের সুচিকিৎসা নিন।
১০০% সুচিকিৎসা নিন
মদ, গাঁজা, ড্রাগস, সিগারেট ও হেরোইন, ঢোকাসহ যাবতীয় নেশা ছাড়ানো হয়।
☆মহিলাদের বন্ধ সৌন্দর্য্য ☆যাবতীয় চুলের সমস্যার সমাধান করা হয় ☆অর্শ, ফিসচুলা, হাঁপানী, ডায়বেটিস ☆ব্রণ, চর্মরোগ, পেটের রোগ ☆রোগ থেকে মোটা-মোটা থেকে রোগা
আগে থেকে ফোনে নাম নথিভুক্ত করে আসুন।
শেওড়াফুলি (পোস্ট অফিসের পিছনে) মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি দুপুর ৩ টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা, রবিবার সকাল ৯টা থেকে সকাল ১১টা
দমদম জংশন ইন্দিরা মন্দালের বিপরীতে প্রতি সোম ও শুক্র সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
আরামবাগ গৌরহাটী মোড় তারকেশ্বর কলাবাগিচার মাঠের পূর্বদিকে

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে
কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।

দেবানন্দপুর-সপ্তগ্রাম কংক্রিটের রাস্তার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ হুগলির চুঁচুড়া বিধানসভার অন্তর্গত দেবানন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভিটে। কিন্তু স্বাধীনতার পর গোটা দেবানন্দপুর অঞ্চলই ছিল অবহেলিত। যত দিন গিয়েছে জনবসতির সংখ্যা বাড়লেও উন্নয়ন কিন্তু সেভাবে হয়নি। তবে ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে আস্তে আস্তে উন্নয়নের আঁচ পেয়েছেন এলাকাবাসী। এই পঞ্চায়েতের দেবানন্দপুর-সপ্তগ্রাম রোড থেকে কেষ্টপুর পর্যন্ত টানা কয়েক কিলোমিটার রাস্তায় স্বাধীনতার পর থেকে কাঁচাই ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর সেই রাস্তায় মোরাম পড়েছে।

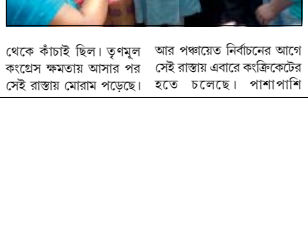

আর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে সেই রাস্তায় এবারে কংক্রিটেরে হতে চলেছে। পাশাপাশি দেবানন্দপুর-সপ্তগ্রাম রোডও নতুনভাবে নির্মাণের কাজ শুরু হল। চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের উদ্যোগে টানা কয়েক বছরের প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের নগর উন্নয়ন দপ্তরের ৭ কোটি ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়ে কেএম ডি এ-র তত্ত্বাবধানে শুক্রবার থেকে দেবানন্দপুর অঞ্চলের রাস্তাঘাট ও উন্নয়নের কাজ শুরু হল। এই উপলক্ষ্যে এদিন দেবানন্দপুর-সপ্তগ্রাম রোডের কৃষ্ণপুর মোড়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে বিধায়ক অসিত মজুমদারের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় পঞ্চায়েতের আধিকারিকসহ কে এম ডি এ-র আধিকারিকরা। ফিতে কেটে ও নারকেল ফাটিয়ে এদিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। এরপর কোদাল চালিয়ে কাজের শুভ সূচনা করেন তিনি। রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু জায়গায় কে এম ডি এর ইঞ্জিনিয়াররা সার্ভে করার কাজও শুরু করে দেন। বিধায়কের মতে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই কাজ সমাপ্ত করা হবে। গোটা দেবানন্দপুর অঞ্চলের এমন পরিবর্তন ঘটবে। রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসীরাও।